হারিয়ে যাওয়া তারকা শিশু শিল্পীরা

এখন কে কি করছেন

তারানা হালিম, তারিন কিংবা ঈশিতা ছাড়া তারকা শিশু শিল্পীদের কেউই আর তেমনভাবে মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। মূলত সত্তর এবং আশির দশকেই এদেশে শিশুশিল্পীরা স্টার হয়ে উঠে ছিলো। তখনকার অনেক তারকা শিশু শিল্পীই এখনকার অনেক টিভি বা ফিল্ম তারকার চেয়ে বহুগুণে জনপ্রিয় ছিলো। পরিচিতও ছিলো ব্যাপক। একজন মাস্টার শাকিল কিংবা মাস্টার সুমনকে দেখার জন্য রাস্তাঘাটে বা স্পটে যে পরিমাণ ভিড় হতো এখন অনেক জনপ্রিয় তারকার ক্ষেত্রেও তা হয় না। আগামীতে হয়তো আরো হবে না। তখন ছিলো না আকাশ সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য, এতো টিভি চ্যানেল। যা ছিলো তা হলো ঢাকার ভালো ভালো ছবিঘর। বিটিভিই তখন সবেধন নীলমণি। শিশু একাডেমী ছাড়াও বিভিন্ন শিশু-কিশোর সংগঠনগুলোর মধ্যেও

মুজিব

সুবর্ণা শিরিন

ছিলো প্রতিযোগিতামূলক বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একটা ব্যাপার। বিটিভিতে তখন মুস্তফা মনোয়ার, আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদদের মতো নির্মাতা, উপস্থাপক ছিলেন। চলচ্চিত্রে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, নারায়ণ ঘোষ মিতা, খান আতা, চাষী নজরুলদের মতো পরিচালকরা তখন নিয়মিত। বলাই, এনায়েত করিম, মালেক আফসারী, শরিফুদ্দিন দিপু কিংবা ডিপজলদের মতো পরিচালকদের অনুপ্রবেশ ফিল্মে তখনও ঘটেনি। শুরু হয়নি অশ্লীল ও বাণিজ্যসর্বস্ব ছবির জোয়ার। ফলে তৈরি হতে পেরেছে 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী', 'ছুটির ঘন্টা' কিংবা 'পুরস্কারের' মতো ছবি। আশির দশকে বেগম মমতাজ হোসেনের নাটক 'সকাল সন্ধ্যা'র শিশু শিল্পীদের জনপ্রিয় করে তোলে। অবশ্য সেই সময় শুধু শিশুদের জন্য নির্মিত নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। বিটিভিতে রুমঝুম, এসো গান শিখি, রোজ রোজ, কাঠের মানুষ, আপনজন ছোটদের এই অনুষ্ঠানগুলো তখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।

সেই সময়ের তারকা শিশু শিল্পীরা : চলচ্চিত্র এবং নাটকে শিশু শিল্পীরা ছিলো তখন তুমুল জনপ্রিয়। মাস্টার শাকিল তখন রীতিমতো স্টার। 'ডানপিটে ছেলে', 'ডুমুরের

সি নে মা রি ভি উ

লোহার শিকল

দর্শকরা সিনেমা হলে ঢোকেন নায়িকা দেখে। এটি একটি পরীক্ষিত সত্য। যে সব নায়িকা যত বেশি কাপড় খোলে, তাদের সিনেমা তত বেশি হিট। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। মাঝে মাঝে দর্শকরা পরিচালক দেখেও হলে ঢোকেন। সে রকমই একজন এনায়েত করিম। ভাগ্যবান এই পরিচালকের সিনেমা দেখতেও দর্শকরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন। কারণ অশ্লীল সিনেমা নির্মাণে তার জুড়ি নেই। 'লোহার শিকল' এর ব্যতিক্রম হবে তা ভাববার কোনোই কারণ নেই।

কাহিনী সংক্ষেপ : প্রতিশোধের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে শিকল (শাকিব খান)। কারণ তার বাবার খুনি ও মায়ের ধর্ষণকারীর গায়েও শিকল ছিলো। শাকিব কাজ করে চাঁদ সওদাগরের (মিজু আহমেদ) হয়ে। তার ভাই বাদশার (মিশা) সঙ্গে শাকিবের সংঘর্ষ বাধে বাইজি রুমাকে (ময়ূরী) নিয়ে। পরে জানা যায় ময়ূরী পুলিশ অফিসার। ওদিকে যমুনার (পলি) সঙ্গে প্রেম হয় সাগরের (মেহেদী)। সৎ পুলিশ অফিসার আকবর (জাহাঙ্গীর আলম) দুর্নীতির সঙ্গে আপস করতে না পারায় চাকরি ছেড়ে দেয়। জাহাঙ্গীর, মেহেদী ও সাংবাদিক বন্ধু মিলে মিজুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় শাকিবও। শেষ পর্যায়ে জানা যায় শাকিবের বাবা-মার খুনি মিজু। মিজুদের ধ্বংসের মাধ্যমে সিনেমা শেষ হয়।

মিজুর আগমন, দর্শকের উল্লাস : পর্দায় ভিলেনের আগমন হবে নায়িকাকে ধাওয়া করার মাধ্যমে কিংবা মদের আসরে অথবা চোরাকারবারি কাজের মাধ্যমে। এই ছিল বাংলা সিনেমার অঘোষিত নিয়ম। এই অশ্লীল যুগেও কম- বেশি তা অব্যাহত ছিলো।

—ভাই ভিলেন আসে, কিছুক্ষণ নাচ-গান হয়, পরে না হয়...। কিন্তু মিজু তো এই ছবিতে প্রথমেই গরম করে দিলো। আমি শালা বহুৎ বছর ধইরা বাংলা ছবি দেখি কিন্তু প্রথমেই এরকম দৃশ্য আগে কখনো দেখি নাই।

হ্যাঁ, মিজুর পর্দায় আগমনের দৃশ্য দেখে সবাই থমকে গেছে। একজন এক্সট্রাকে ৫ মিনিট যাবৎ দলাই-মলাই এবং পাশাপাশি চীৎকারের ধ্বনি শুনে তারা প্রথমে কিছুটা হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলো। তারপরই তারা ফেটে পড়ে উল্লাসে। হল মুখরিত হয়ে ওঠে হাততালি আর সিটির শব্দে।

—শালা, ব্লু ফিলিমের চেয়েও দেখি এরা বেশি মজা দিতে পারে। অশ্লীল রুচির দর্শকদের কাছ থেকে এই কমপ্লিমেন্ট পাবার জন্যই কি প্রযোজক-পরিচালকরা সিনেমা বানাচ্ছেন?

ধৃষ্টতা : এমন উদ্ভট গেটআপ যে কারো থাকতে পারে, তা অকল্পনীয়। সারা গায়ে শিকল পরে একটি যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা

ফুল', 'পুরস্কার', দিন যায় কথা থাকে', 'দেবদাস' প্রভৃতি ছবিতে মাস্টার শাকিলের অনবদ্য অভিনয় অনেকেরই মনে আছে। একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শাকিল নাটকেও ছিলো জনপ্রিয়। নাটক 'ঢাকায় থাকি'তে রান্টু চরিত্রে শাকিলের অভিনয় দর্শক মনে স্থান করে নিয়েছিলো সহজে। শাকিল এখন বিবাহিত, ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত।

মাস্টার মুজিব অভিনীত ছবির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। 'সবুজ সাথী', 'লালুভুলু', 'হাসু আমার হাসু', 'জনি', 'ওস্তাদ সাগরেদ', 'ঘর সংসার' প্রভৃতি ছবিতে তার অসাধারণ অভিনয় দর্শক আজো মনে রেখেছে। মাস্টার মুজিব অভিনীত টিভি নাটক নষ্টনীড়, পান্তাবুড়ি, ইচ্ছে পূরণ, রূপকথার দেশে, সেই সময় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা আর দীর্ঘদিন ইউরোপে প্রবাস জীবনের পর মাস্টার মুজিব এখন লাইট এন্ড শ্যাডো নামে একটি প্রোডাকশন হাউজের কর্ণধার।

মাস্টার সুমন অভিনীত ছুটির ঘন্টা, অশিক্ষিত, পুরস্কার সেই সময় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। মাস্টার আনিসও সেই সময় মান অভিমান, ধনদৌলত, আওয়ারাসহ কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হন। মাস্টার আনিস এখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন আমেরিকায়। বর্তমানে তিনি 'স্বরলিপি' থেকে ছবি প্রযোজনা করছেন।

দোদুল

সুজন

আনিস

ছোট ভাই ইমন সাহা এখন ব্যস্ত সংগীত পরিচালক।

মাস্টার শিপ্পু 'লাভ ইন সিমলা', 'সুজন সখী', 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী'সহ বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করলেও টিভি নাটক সকাল সন্ধ্যা, রোজ রোজ, হযবরলতে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান। জাপানে ডেন্টালে পিএইডি করে শিপ্পু এখন একজন ভালো ডেন্টিস্ট।

'ঢাকায় থাকি'তে দুলাল চরিত্রে মাস্টার দোদুলের অভিনয় অনেকেরই মনে আছে। সৎভাই, তওবা, দিনকাল, আদরের বোনসহ বেশকিছু ছবিতে দোদুলের অভিনয় প্রশংসিত হয়। লাখে একটা ছবির জন্য দোদুল জাতীয় পুরস্কার পান। বেশকিছু দিন ডাচ বাংলা ব্যাংকে কর্মরত থাকার পর দোদুল এখন মাহী বি চৌধুরীর এন্টারটেইনমেন্ট রিপাবলিকের চীফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করছেন।

তারকা শিশু শিল্পী মাস্টার শিশির, তুষারও আশির দশকে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলো। মাস্টার শিশির এখন বিটিভিতে ইংরেজি সংবাদ পাঠক। ছোটদের নাটক কাঠের মানুষ সেই সময় খুব জনপ্রিয় ছিলো। অভিনেতা জামাল উদ্দিনের ছেলে 'তপু' ভড়ুল চরিত্রটি করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তপু এখন ডাক্তারি পেশার সঙ্গে জড়িত। প্রযোজক জিয়া আনসারী তনয় সামী আনসারীও জনপ্রিয় তারকা শিশু শিল্পী ছিলেন। সামী এখন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী।

আরো যে ক'জন জনপ্রিয় তারকা শিশু শিল্পী ছিলেন তাদের মধ্যে সকাল সন্ধ্যার

ঘুরে বেড়াক, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বাংলা সিনেমায় সবই সম্ভব এটা এখন আমরা জেনে গেছি। কিন্তু আপত্তিটা হলো, সারা গায়ে শিকল জড়িয়ে শাকিব যখন ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন বাজতে থাকে নজরুলের সেই বিখ্যাত গান, 'শিকল পরার ছল মোদের এই শিকল পরার ছল।' এরকম সিনেমায় এই গান ব্যবহারের ধৃষ্টতা পরিচালক কিভাবে দেখান?

অভিনব ব্যবসা : ১ টাকার চকলেটের দাম ১০ টাকা। কেউ নিলে নিতে পারেন।

পলির এ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক জমে যায়। কারণ পলি চকলেট বের করছে বুকের ভেতর থেকে। যে বেশি টাকা দেবে তার চকলেট বের করতে পলি বেশি সময় নিচ্ছে। এদিকে হলের দর্শকদের আফসোসের শেষ নেই। 'এতরকম চকলেটের জন্য সবকিছু বেইচা দিতে রাজি আছি।' উত্তেজিত এক দর্শকের মন্তব্য।

আরেকবার : —বুঝলেন ভাই, এই ছবির মর্ম বুঝতে হইলে আরেকবার দেহা লাগবো।

ঃ দেখলেন তো একবার, আরেকবারে কি কাপড়-চোপড় সব খুইলা দেখাইবো?

—এইডাই তো আপনেরা বুঝেন না। ঢাকার হলে যদি আধ-উদাম শরীর দেখায়, মফস্বলে তাইলে পুরা উদামই দেখায়। আপনেই কন ভাই, মিজুর ঐ সিনটা কি কাইটা দেখায় নাই? ঢাকার বাইরে কিন্তু পুরা সিনই দেখাইবো।

এই দর্শকের সঙ্গে সায় দেবার লোক অনেকই আছে। নিজস্ব একটি ছুটির দিন বের করে তারা যাবে সাভার, টঙ্গী, গাজীপুরে এই সিনেমাটি দেখতে। কারণ ঢাকার বাইরে এসব অশ্লীল দৃশ্য কাটপিস হিসেবে দেখানো হয়। সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা সবই জানেন, জানেন সরকারও। কিন্তু এ সিনেমার নির্মাতা এনায়েত করিম যখন সেন্সর বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য হন, তখন তো আর কারো কিছু বলার থাকে না। সেন্সরের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তবে সে ভূত তাড়াবে কে?

লোহার শিকল ছবির নায়িকা ময়ূরী

হাসিব, পপলু, আলমগীর কবির তনয় লেনিন কবির, আপনজনখ্যাত সুজন উল্লেখযোগ্য। হাসিব এখন আমেরিকা প্রবাসী, পপলু ডাক্তার, লেনিন লন্ডনে এমএম করছেন আর সুজন আমেরিকার রামাপো কলেজে স্কলারশিপ নিয়ে বিবিএ পড়ছেন। জনপ্রিয় নটক সংশপ্তকে মালু চরিত্রে রূপদানকারী অঞ্জনকেও আর পরবর্তীতে পর্দায় দেখা যায়নি।

মেয়েদের মধ্যে তারকা শিশু শিল্পী হিসেবে সুবর্ণা শিরিন যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, শুভদা, সখিনার যুদ্ধ, বিরাজ বৌসহ বেশকিছু চলচ্চিত্র এবং নাটকে সুবর্ণা শিরিনের অভিনয় দর্শক আজো মনে রেখেছে। একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত সুবর্ণা এখন আমেরিকায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত।

ধারাবাহিক নাটক সকাল সন্ধ্যায় অভিনয়ের কারণে অনেক শিশু শিল্পীই তারকা খ্যাতি পেয়েছিলেন। সাজিয়া আফরিন তখন খুবই জনপ্রিয় কিন্তু মাত্র ১৬ বছর বয়সে সাজিয়ার বিয়ে হয়ে যায়। সাজিয়া চলে যান আজমিরে স্বামীর কাছে। শাহনাজ চৌধুরী লুনা নতুন কুঁড়িতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ঢাকায় থাকি'তে রান্টুর বোন চরিত্রে রূপদানকারী লুনা পরবর্তীতে বেশকিছু নাটক করলেও অভিনয়ে আর সেভাবে থাকেননি। বিটিভিতে উপস্থাপনার পাশাপাশি লুনা এখন ডাক্তার। মোনালিসাও ডাক্তারি করছেন। এক সময়ের জনপ্রিয় তারকা শিশু শিল্পী রুমু এখন আমেরিকায় চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। আইরিন পারভীন লোপা ভারতে নাট্য বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের পর এখন দেশে নির্দেশনার কাজ করছেন। শাম্মী চৌধুরী বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা। শুক্লা, শান্তা কিংবা শিশু তারকা কণ্ঠশিল্পী দিবা কেউই আর সেভাবে মিডিয়াতে নেই।

যে কারণে তারকা শিশু শিল্পীরা মিডিয়াতে নেই : হারিয়ে গেছেন তারকা শিশু শিল্পীরা। হাতে গোনা দু'তিনজন ছাড়া এখন আর তারকা শিশু শিল্পীদের কেউই নেই মিডিয়াতে। তবে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, শিশু শিল্পীদের বেশির ভাগই পরবর্তীতে হয়তো খুব বেশি নায়কোচিত বা গ্ল্যামারাস হয়নি যতোটা তারা সেই সময়ে ছিলেন। আবার ইমেজগত ব্যাপারটিও ছিলো। স্টার ক্রেডিট তারা ছোট বয়সেই এতো বেশি পেয়েছিলেন যে, পরবর্তীতে অনেকেই আর এদিকে আগ্রহ দেখাননি। লেখাপড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মিডিয়াতে যোগাযোগের সেই সময় সুযোগেরও যথেষ্ট অভাব ছিলো। আর নির্মাতারাও পরবর্তীতে তাদের ডাকেননি খুব একটা। তবে নতুন তারকা শিশু শিল্পী তৈরি না হবার যে সমস্যা তা হলো এখন আর আগের মতো শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে না। ফলে শিশুদের প্রতিভা বিকাশ তথা কাজের ক্ষেত্রও যাচ্ছে কমে। একুশে টিভি ছোটদের জন্য ভালো বেশকিছু অনুষ্ঠান তৈরি করলেও বিটিভি এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। অনেকটা দায়সারাভাবেই ছোটদের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে বিটিভি।

প্রিয় তারকার প্রিয় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে ববিতা কেবল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতই করেননি, পুরস্কৃতও করেছেন। তার সমসাময়িক অনেকে বিদায় নিলেও তিনি এখনো কাজ করে যাচ্ছেন দাপটের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় বা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ববিতার উপস্থিতি এখনও লক্ষণীয়। অভিনয়, চলচ্চিত্র আর সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে ব্যস্ত ববিতা। এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার জনসচেতনতামূলক প্রচারণা সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ববিতা এখন একমাত্র ছেলে অনিককে নিয়ে সামার হলিডে কাটাচ্ছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ইউরোপে যাবার আগে ববিতার সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় অনুষ্ঠান আর টিভি চ্যানেল নিয়ে। ববিতা বলেন, ব্যস্ততার কারণে সেভাবে টিভি দেখা হয় না। যা দেখা হয় তাও কেবল রাতে। কেননা, আমাকে ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় শুটিং নিয়ে। সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে। প্রিয় টিভি চ্যানেল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ফিল্মের প্রতি আমার প্রচন্ড ফ্যামিনেশন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তো ফিল্মকে দিয়েছি, এখনও ফিল্মেই আছি। মুভি চ্যানেলগুলোই আমার বেশি দেখা হয়। এন্টারটেইনমেন্ট যদি বলেন, তাহলে ঐ এক মুভিই দেখি। এইচবিও আমার অসম্ভব প্রিয় একটা চ্যানেল। স্টার মুভিজ খুব এনজয় করি। হলমার্কও ভালো লাগে। এছাড়া আমি নিজেও বিভিন্ন দেশের ছবি দেখি। হয়তো গল্পটা দেখলাম বা নির্মাণটা লক্ষ্য করলাম। শুধু যে এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তা নয়। আসলে ছবিতে জীবন উঠে আসে। যত বেশি জীবন দেখা যায় তত বেশি জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। আদর্শটা গ্রহণ করা যায়।

আসলে ফিল্মটা এক ধরনের লার্নিং। অন্যান্য চ্যানেলের মধ্যে ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিও রয়েছে ববিতার প্রিয় চ্যানেল তালিকায়। নাটক খুব একটা দেখা হয় না। তবে ইটিভি বাংলা, জিটিভিতে বেশকিছু ড্রামা সিরিয়াল তার ভালো লাগে বলে জানালেন। মিউজিক চ্যানেল খুব একটা দেখা হয় না। নিউজ চ্যানেল সম্পর্কে ববিতা জানান, 'আমি আসলে আপটুডেট থাকাটা খুব জরুরি মনে করি। একজন মানুষ এখন একই সঙ্গে সারা বিশ্বের নাগরিক। সে ক্ষেত্রে আমি বিবিসি, সিএনএন দুটোই দেখি। তবে বিবিসিটা বেশি দেখা হয়। দূরদর্শনের খাস খবরটাও মাঝে মাঝে দেখি।' দেশী চ্যানেলগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে ববিতা বলেন, 'ইটিভিটা ভালো মনে হয়। আমি অবশ্য শুধু একুশের রাতের সংবাদটাই দেখি। চ্যানেল আইয়ের সংবাদটাও ভালো। অন্যান্য প্রোগ্রাম খুব একটা দেখা হয় না। তবে কিছুদিন আগে মামুনুর রশিদ সাহেবের 'সুন্দরী' নামে একটি নাটক দেখেছিলাম, বেশ ভালো লেগেছিল।'

উত্তমের মৃত্যুবার্ষিকী

২৪ জুলাই থেকে ভারতীয় হাইকমিশনের সহায়তায় জাহাঙ্গীরনগর ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হয়েছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এ

উত্তম কুমার

প্রদর্শনীর আয়োজন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি, মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে। প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে উত্তম কুমার অভিনীত বেশ কয়েকটি ছবি। এর মধ্যে দেখানো হয়েছে 'ছদ্মবেশী', 'ওরা থাকে ওধারে', 'দেয়া নেয়া', 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী'। ৩১ জুলাই প্রদর্শনীর শেষের দিন সন্ধ্যা ৬টায় দেখানো হবে 'বান্ধবী'।

নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধন

২৬ জুলাই শিল্পাঙ্গনে শুরু হয়েছে এক ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে বসেছে নবীন আর প্রবীণের মিলনমেলা। মোট ১৭ জন

ত্যাগ নাটকের একটি দৃশ্যে শিমুল ও রিচি

পঞ্চাশ পেরুনো আর ত্রিশের কোঠায় থাকা শিল্পীর ঘটা এই মেলবন্ধন মুখরিত করে তুলেছে শিল্পাঙ্গন। প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুস্তফা নূরউল ইসলাম। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী রফিকুন নবী, আবদুস সাত্তার, শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও কাইয়ুম চৌধুরী। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে অলকেশ ঘোষ, রোকেয়া সুলতানা, চন্দ্র শেখর, রণজিৎ দাশ, নাসরিন বেগমসহ অনেকের আঁকা ছবি। প্রদর্শনী চলবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

জব্বার হোসেন, রুহুল তাপস
নোমান মোহাম্মদ

বাংলাদেশের তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'র একটি দৃশ্য

আগস্ট মাসের প্রতি শুক্রবার বিকেল ৫টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব মিলনায়তনে প্রদর্শিত হবে তথ্যচিত্র। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর এবারের বিষয় 'বাংলাদেশের তথ্যচিত্র'। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রদর্শন করে আসছে তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী। প্রদর্শনী ছাড়াও চলচ্চিত্রের ওপর পরিচালিত করছে বিভিন্ন কোর্স।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ওপর পড়াশোনা করার কোনো ইনস্টিটিউট না থাকলেও এ বিষয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চলচ্চিত্র চক্র।

যে ছবিগুলো দেখানো হবে

তারিখ	ছবির নাম	পরিচালক	সময়
২ আগস্ট, ২০০২	সেই রাতের কথা বলতে এসেছি	কাওসার চৌধুরী	৪৫ মি.
৯ আগস্ট, ২০০২	আদম সুরত	তারেক মাসুদ	৬৩ মি.
১৬ আগস্ট, ২০০২	কালিঘর	তারেক শাহরিয়ার	২৯ মি.
২৩ আগস্ট, ২০০২	রোকেয়া	মানযারে হাসীন মুরাদ	৬৩ মি.
৩০ আগস্ট, ২০০২	অয়ি যমুনা	তানভীর মোকাম্মেল	৬০ মি.

রবি ঠাকুরের নাটক

২২ শ্রাবণ উপলক্ষে 'ত্যাগ' নাটকটি একুশে টিভিতে প্রচারিত হবে ৬ আগস্ট রাত ৯টায়। রবি ঠাকুরের ছোট গল্প ত্যাগ অবলম্বনে নির্মিত ত্যাগ নাটকটি নির্মাণ করেছেন ফেরদৌস হাসান। নাটকটির একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলারা জামান। তিনি বলেন খুব ছোট একটা গল্প ত্যাগ। এতো ছোট গল্পের চরিত্রগুলোকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার। অথচ এই কঠিন কাজটি পরিচালক চমৎকারভাবে করেছে। সারা নাটকে আমার কোনো ডায়ালগ নেই। শুধুই এক্সপ্রেশন। তাতেই আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি।

পুরো ইউনিটের লোকজনকে দেখা গেলো বেশ আনন্দ নিয়ে কাজ করছেন। নাটকের প্রধান পাত্র শিমুল ও রিচি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বুঝে নিচ্ছেন দৃশ্য। পরিচালক মনিটর রিহার্সেল করিয়ে নিচ্ছেন মাস্টার শট নেয়ার আগে। সব মিলিয়ে কম সময়ে সুন্দর একটি নাটক তৈরি করলেন পরিচালক। ত্যাগ নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে আরো রয়েছেন গোলাম মুস্তাফা, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়।

কে এই মেহেদি!

কে এই মেহেদি মাসুদ? অভিনেত্রী রিচি সোলায়মানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? তিনি অবশ্য দাবি করেছেন, লসঅ্যাঞ্জেলেসে মেহেদি মাসুদ নামে একজনই আছেন। রিচির সঙ্গে তাকে জড়িয়ে কোনো নিউজ হলে সবাই একবাক্যে তাকেই চিনে ফেলবে। কাজেই কোনো নিউজ হলে সাংবাদিককে তিনি দেখে ছাড়বেন। ২৭ জুলাই দুপুর তিনটায় তিনি লসঅ্যাঞ্জেলেস থেকে টেলিফোনে হুমকির মেজাজে এসব তথ্য দেন। এক পর্যায়ে তিনি কনফারেন্স টেলিফোনে অভিনেত্রী রিচিকেও হাজির করেন। সে সময় রিচিও ছিলেন বেশ উদ্ধত ও ক্ষিপ্ত মেজাজে। দুই ঘন্টারও বেশি সময় তিনি সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারার টেলিফোনে কথা বলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি রিচি সোলায়মান আমেরিকা থেকে ঘুরে আসার পর খবর প্রচারিত হয়, জনৈক মেহেদি মাসুদের সঙ্গে রিচির আংটি বদল করে এনগেজমেন্ট হয়। কেউ বলে মেহেদি মাসুদ গ্যাস স্টেশনে চাকরি করেন, কেউ জানায় তিনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আগামী বছর তাদের বিয়ে হবে। আপাতত কেরিয়ারে প্রভাব পড়তে পারে ভেবে রিচি বিষয়টি গোপন রাখতে চান। এসব তথ্য রিচি তার ঘনিষ্ঠজনদের ও এক-দু'জন সাংবাদিককে জানান। কিন্তু এ কথা সংবাদ হতে পারে তা জনৈক মেহেদি মাসুদ এতো দূর থেকে কিভাবে জানলেন-এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে মাসুদ টেলিফোনে তা এড়িয়ে যান এবং বলেন, আমিও একজন সাংবাদিক। কাজেই এ নিয়ে নিউজ করা উচিত হবে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। রিচি তাকে জড়িয়ে কোনো কথা বলতেই পারেন না। রিচি বলতে পারেন কি পারেন না, তার গ্যারান্টি তিনি কিভাবে দিচ্ছেন তা জানতে চাইলে এ প্রশ্নের সদুত্তর তিনি প্রতিবেদককে দিতে পারেননি। এ বিষয়টি নিয়ে রিচির সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, 'দু'পরিবার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছেন। তবে এখনও কোন কিছু চুড়ান্ত হয়নি। আগামী দু'বছরের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে না।

বিতর্কিত শুভ্র

বার বার বিতর্কিত হচ্ছেন সংগীত শিল্পি শুভ্রদেব। এই বিতর্কিত হবার কারণ হিসেবে শুভাকাঙ্ক্ষীরা চিহ্নিত করলেন তার হতবুদ্ধিতাকে। তার বিতর্কিত হওয়াটা শুরু ডিভিডির প্রথম অধিকার নিয়ে। বিশ্বজিৎ সাহার করা কুমার বিশ্বজিৎ-এর ডিভিডি আমেরিকা থেকে প্রথম বের হয়। এই সময় শুভ্রদেবের একটি ভিসিডি বের হয় যা তিনি প্রথম ডিভিডি বলে দাবি করেন। ডিভিডির প্রথম শিল্পী কে এই নিয়ে শুরু হয় শুভ্র ও বিশ্বজিৎ-এর দ্বন্দ্ব। তবে জানা যায়, শুভ্র প্রথম ডিভিডির স্বত্বাধিকারী বলে দাবি করলেও সেটির দৈর্ঘ্য ছিলো ১ ঘন্টা যা ডিভিডির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরে না । ডিভিডি হয় তিন ঘন্টার। এরপর বিতর্কিত হন শাকিলার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন নিয়ে। এখন দিন দিন তিনি সংগীতের চেয়ে বেশি বিতর্কিত হচ্ছেন পরচর্চা নিয়ে। সম্প্রতি প্রিন্স মাহামুদের সুরারোপিত একটি গান নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করে নিউজ করান বলে অভিযোগ আছে। কারণ ঐ গানের শিল্পী ছিলেন কুমার বিশ্বজিত। অভিজ্ঞমহলের ধারণা শুভ্র দেব এখন যে কারণেই হোক আলোচনায় থাকতে চান। কারণ সম্প্রতি স্বার্থপর নামে তার একটি অ্যালবাম বেরিয়েছে । তার ধারণা এভাবে আলোচনায় থাকালে অ্যালবামটি ভালো চলবে। কিন্তু অডিও বাজারের ভাষ্যমতে অ্যালবামটি ভালো চলছে না।

পলি ফিল্ম ছাড়ছেন!

'ফায়ার' ছবির আলোচিত নায়িকা পলি এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিল্ম ছেড়ে দেয়ার। ছেড়ে দেয়ার কারণ সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায় তার বিয়ের খবর জানাজানি হওয়ায় তার কদর কমা। তার কদর কমাতে আরেক নায়িকা শিমু তার জায়গা দখল করে নিতে যাচ্ছেন। এসব ভেবেই পলি ফিল্ম ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সংসারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চিত্র নায়িকা পলি